

'দাওলাতুল ইসলাম ইরাক ওয়াশ শাম' (isis) এর খেলাফতের ব্যাপারে শরীয়াহর
হুকুমঃ

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে খেলাফতের শরীয়ী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে বিপক্ষে
আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যে খেলাফতের ব্যাপারে 'দাওলাতুল
ইসলাম ইরাক ওয়াশ শাম' (isis) ঘোষণা করেছে। উক্ত বিষয়টিতে শরীয়তের
নির্ভেজাল দৃষ্টিকোন গ্রহণ করতে নিরপেক্ষ প্রয়াস চালিয়েছি, তাই আল্লাহকে
সাহায্যকারী বানিয়ে আর ইখলাস ও সরলতা ও সওয়াবের আশা রেখে আমার
আলোচনা শুরু করছি।

অনেকে মনে করে যে, “শরীয়ী নেতৃত্ব (ইমামত) খেলাফত ব্যাতিতই
সম্ভব.....অথচ উভয়টাই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়।”এটা একটা ভুল চিন্তা...! বাস্তবে
শরীয়ী নেতৃত্বই হল খেলাফত। অথচ শরীয়তে উভয়ের মধ্যে কোন ভিন্নতা
নাই। কাজেই যেখানেই ইসলামী নেতা পাওয়া যাবে সেই খলিফা, চাই মানুষ
তাকে খলিফা বলে সম্বোধন করুক অথবা আমীর।এ মাসআলায় বাস্তব শরীয়ত
আর প্রচলিত (উরুফ)এর মধ্যে পার্থক্য না করার কারনেই এ ভ্রান্তির সৃষ্টি
হয়েছে।

তাই শরীয়তের মর্মের দিকে গভীর মনোনিবেশ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা
আবশ্যিক, আর কোন বিষয়ের হুকুমের দিকে গভীরে দৃষ্টিপাত করলে তার
বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের হয়ে আসে। আর প্রচলিত রাজনীতি ও খেলাফতের
মধ্যে পার্থক্য বুঝাও আবশ্যিক। কেননা খেলাফত হল শরীয়তের একটা বিষয়
যা রাজনীতিতে অচল। এখন আমরা যদি খেলাফত ফিরিয়ে আনার আবশ্যিকতা
নিয়ে কথা বলি, তাই বলে আমাদের মাঝে শরীয়ী খেলাফতের অনুপস্থিতি আছে
এ মর্মে আমাদের স্বীকৃতি দিচ্ছি ব্যপারটা এমন নয়, বরং আমরা আল্লাহর দ্বীন,
হুকুম মেনে আসছি সেদিন থেকে, যে দিন থেকে তালেবানদের হাতে ইসলামী
হুকুমত কায়েম হয়েছে। কিন্তু যে খেলাফত আমাদের মাঝে অনুপস্থিতি সেটা হল
প্রচলিত রাজনীতির নিয়মানুসারে খেলাফত। এ কথা ভালভাবে সাব্যস্ত করার
জন্য বলব-

খেলাফতে শরইয়্যাহ হল 'বড় নেতৃত্বের জন্য মুসলমানদের কোন ব্যক্তির হাতে
বায়আত দেওয়া। যদিও বা সেই বায়আত কালে অথবা পরে বায়আত সমস্ত
মুসলিম দেশের উপর তার কত্বর্ষ ক্ষমতা বলবত* থাকুক বা না থাকুক। তবে
শর্ত হল তার পূর্বে অন্য কারো উপর বায়আতকর্ম সংগঠিত না হতে হবে।

আর

খিলাফাতে উরফিয়াহ (বর্তমানে প্রচলিত খেলাফতের সংজ্ঞা) হল যেটা "প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণা" তা হল, মুসলিম বিশ্বের সকল রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব স্বীকার আর ধর্মীয়গুরু হিসেবে তার আনুগত্য ও মান্য করা।

আর শরয়ী আহকাম সমূহ বর্তমানে প্রচলিত ধারণার বানে প্লাবিত হবে না। একমাত্র শরিয়তের চিরন্তন বাস্তবতাই কার্যকর হবে। অর্থাৎ* খেলাফতের দায়িত্ব একমাত্র তিনিই পালন করবেন যিনি প্রথমে খেলাফতের বায়আত নিয়ে আমির হিসেবে নির্বাচিত আছেন যদিও সে নিজেকে খলিফা দাবী না করে। কেননা শরিয়তের আলোকে ঐ বায়আতই খেলাফত ।


বাস্তব খেলাফতের মর্মের ব্যপারে উপরোক্ত ভাবনা নিজের বুদ্ধি থেকে আনি নি বরং এদিকেই শরীয়তের নসসমূহ (দলিল) দিকনির্দেশ করে । শরিয়ত একাধিক নেতৃত্বকে নিষেধ করে আর খেলাফতের দায়িত্ব প্রথম ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

ইসলামী দেশ সমূহ কোন ব্যক্তিকে শরয়ী বায়আত প্রদান করল অতপর অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত দায়িত্বের দাবী করল এ কথা বলে যে, আপনাকে দেয়া বায়আত তো হল শুধু ইমারতের আমিরের হিসেবে আর আমি তো মুসলিমদের বায়আত নিষিদ্ধ খেলাফতের যে, আমি খলিফাতুল মুসলিমিন। এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমন ধরনের দাবী শুধু 'ইমারত' ও 'খেলাফত' শব্দের পার্থক্যের ভিত্তিতে, শরিয়তে যার কোন ভিত্তি নাই। খেলাফাত হল মুসলমানদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা, আর যেই মুসলমানদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে শরিয়তের দৃষ্টিকোন থেকে তাকেই খলিফা বলা হবে। এখন বাকী রইল শুধু নিদৃষ্ট করা একাধিক আমিরের আভির্ভাব হলে এই (খেলাফতের) পদের হকদার কে হবে।

প্রিয় পাঠক! সাধারণ নেতৃত্ব যার মধ্যে সাধারণ মুসলিমগণ অন্তর্ভুক্ত আর যুদ্ধের নেতৃত্ব অথবা মুসলিম সাধারণের একটি জামাতের নেতৃত্বের মাঝের পার্থক্যের ব্যপারটা ব্যখ্যা করছি। নিম্নোক্ত কথাগুলো শাইখ আবু মুনযিরের যা ঐসমস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দলিল হবে যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না যা পরিত্যজ্য বলে বিবেচিত হবে।[মুনিরুত তাওহিদ ওয়াল জিহাদ]

এমনিভাবে ফিকহী দৃষ্টিকোন থেকে মুসলিম জনপদসমূহের আমীরের (যদি সে প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত না হয় তবুও) মাঝে খলিফাতুল মুসলিমীন পদের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং নেতার যে অধিকার উভয়ের (আমির এবং খলিফা) অধিকার এক। নেতার যে দায়িত্ব উভয়ের (আমির এবং খলিফা) একই দায়িত্ব। উভয়ের মাঝে শুধু পার্থক্য হল প্রথমজন ইসলামী বেশ কিছু

রাষ্ট্রসমূহে অথবা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। আর দ্বিতীয়জন কিছু রাষ্ট্রসমূহে অথবা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। নেতৃত্বের জন্য 'কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা' ইসলামী শরীয়তের হুকুমে কোন প্রভাব ফেলবে না। কারণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নেতৃত্বের জন্য শর্ত নয়। নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় বায়আতের মাধ্যমে, কর্তৃত্বের দ্বারা নয়। এ অর্থে শরয়ী সীমারেখায় খেলাফতে উসমানী আর খেলাফতে তালেবানীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

যদি সমস্ত মুসলমানদের এক আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করতে হয় তবে একাধিক 'ইমারত' বৈধ হতে পারে না। আর যদি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা র আভির্ভাব হয়ও তবু তাদের অনুমোদন দেয় না। এমতাবস্থায় শরয়ী আমীর তিনিই হবেন যিনি প্রথম বায়আত প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَرْزَاءٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَكُنُّوا " . قَالَُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ قُلُوا بِرَبِّعَةِ الْأَوَّلِ قَالُوا وَلََّ وَلََّ وَأَعْظَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

'তোমরা প্রথম বায়আত গ্রহণকারীর দাবী পূর্ণ কর তারপর যে প্রথম তার দাবী'

সুতরাং অন্যান্য নেতৃত্বের ব্যপারে কথা হল তার ভিত্তিই নাই কেননা যে বিষয়ের অস্তিত্ব শরীয়তে নেই তা বাস্তবেও থাকবে না। উক্ত (বিরোধপূর্ণ) বিষয় আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। তাই বলব... যদি এ যমানায় সব অঞ্চলের মুসলমানরা এক আমীরের নেতৃত্বে আমলী দৃষ্টিকোন থেকে একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয় তবে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের উপর শরয়ী আবশ্যকতা হল যথাসম্ভব তাদের উপর নিযুক্ত আমীর এর সাথে সম্পৃক্ততা রাখা।

সুতরাং সোমালিয়া অথবা আয়ওয়াদ অথবা লিবিয়া অথবা আল জাজিরা অথবা ইরাকে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কোন সমস্যা নাই যদি এক আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব না হয়। আর যদি বর্তমানে এক আমীরের নেতৃত্বে সমস্ত মুসলমান একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয় তবে একাধিক ইমারত এর বৈধতা নাই। আর সমস্ত আমীরের উপর ওয়াজিব হল প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করা। আর এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি হল আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর।

তাহলে আমিরুল মুমিনীন কে? সেই ব্যক্তিই আমিরুল মুমিনীন, যাকে মুসলমানরা শরয়ী বায়আত দান করেছে। চাই তাকে আমিরুল মুমিনীন হিসেবে নামকরণ

করা হোক অথবা 'রইসুদাওলাহ' (দাওলার নেতা) বলে। চাই তিনি খেলাফতের অধিকার দাবী করুক, চাই না করুক। তার এ অধিকার প্রাপ্তি ঘটেছে একমাত্র বায়আত এর মাধ্যমে। আর আমরা সেটাই গ্রহণ করব যেটা শরীয়তে ইসলামীতে প্রতিষ্ঠিত, যদিও বা প্রচলিত রাজনীতিতে তার অনুপস্থিতি রয়েছে। কেননা ফিকহী মূলনীতি হল

'শরয়ীভাবে বিদ্যমান বিষয় বাস্তবে বিদ্যমান বিষয়ের মতই'।

মূলনীতির অর্থ হল: শরীয়ত যা আদেশ করেছে তা যদি স্বীয় আবশ্যিক বিষয়াদী ও সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে যদি বাস্তবে তার প্রচলন নাও থাকে তবু তা বিদ্যমান বলে গন্য হবে। কেননা শরয়ী বিষয় বিবেচিত হবে শরীয়ত দ্বারা'ই প্রচলিত মতাদর্শের ভিত্তিতে নয়। তাই, শরীয়ত যার উপস্থিতি গন্য করতে বলেছে তাকে গন্য করা ওয়াজিব চাই তার প্রচলন না থাকুক। এই মূলনীতির দলিল হল-

عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" رواه البخاري .

আসেম রা. তার পিতা ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল স. বলেছেন যদি এখানে রাত্র হয় আর ওখানে দিন হয় আর সূর্য ডুবে যায় তখন (যেন) রোজাদার ইফতার করে ফেলল। -বুখারী

আর এ সর্বজন বিদিত যে, রোজাদার যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার মুখে না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতারকারী সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু কথা হল, যখন রোজার শরয়ী সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেল রাসূল সা. এর নিকট, সে ইফতারকারী সাব্যস্ত হয়ে গেলো যদিও খাবার গ্রহণ না হয়ে থাকে। কেননা, সময়টা হল ইফতারের সময়। এ সময় রোজা শরীয়ত সম্মত নয়।)অবশ্য কিছু আলেম এ হাদীসকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।)

عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار" متفق عليه

উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন, অবশ্যই আমি একজন মানুষ, তোমরা আমার নিকট বিতর্ক নিয়ে আস, তোমাদের কিছু লোক একে অপরকে দলিল হিসেবে পেশ কর, আর আমি ফয়সালা করি যেমন আমি শুনেছি, সুতরাং আমি যাকে এমন ফয়সালা দিয়েছি যাতে তার (মুসলিম) ভাইয়ের হক রয়েছে যেন আমি তাকে জাহান্নামের একটা অংশের ফয়সালা

দিলাম। -বুখারী, মুসলিম

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল শরয়ী হুকুম (মিথ্যা) শরয়ী প্রমানের দ্বারা পরিবর্তন হয় না। এর মাধ্যমে শরীয়তের বিধানই সাব্যস্ত হবে যদিও বাস্তবে তা না ঘটে। মূলনীতির সামঞ্জস্য বিধান।

নিয়োগকৃত ইমাম যখন একা নামায পড়ে, যেন সে জামাতের সাথে নামায পড়েছে, কেননা সে যখন মসজিদে যাবে জামাতের ইমামতির জন্যই যাবে। তখন যদি মসজিদে কেউ উপস্থিত না হয় তবুও সেটা জামাত বলে গন্য হবে। আর তাঁর জামাতের সওয়াব লাভ হবে। তার মসজিদে আর দ্বিতীয়বার জামাত হবে না। যেমন মালেকি মায়হাব মতে, ইমামের একার নামায শরীয়তের দৃষ্টিতে জামাতের মর্যাদা পাবে। আর শরীয়তে যা উপস্থিত তা বাস্তবে ও উপস্থিত বলে গন্য হবে।

যখন কোন নারীকে তালাক দেয়া হয়, তখন সে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যায়। অতপর যদি স্বামী তার তালাক দেয়াকে অস্বিকার করে, আর বিচারক সাক্ষী না থাকার কারণে তালাক না হবার ফায়সালা দেয়, তবুও স্ত্রী তার জন্য বহাল রাখা ও তার সাথে মিলিত হওয়া হারাম হয়ে যাবে।

তাহলে খেলাফত ও তার হক্ক ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হুকুম সাব্যস্ত হয় বায়আতের মাধ্যমে। আর খেলাফত তো পূর্বে থেকেই বিদ্যমান আছে কারণ পূর্ব থেকে শরয়ী বায়আতের সাথে শরয়ী ইমাম নিধর্ারিত আছে। আর তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা ওমর হাফিজাহুল্লাহ। বিদ্যমান 'খিলাফতের ঘোষণা' হল প্রচলিত রাজনৈতিক অনসরনে, আর তা ফিকহী হুকুমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না, কেননা খেলাফতের ব্যপারে ফিকহী হুকুম হল বায়আত সংশ্লিষ্ট, এলান সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং খেলাফতের সুপ্ত ঘোষণা বায়আতের মাধ্যমেই হয়ে গেছে যদিও বা এলান পাওয়া যায়নি।

উদাহরণস্বরূপ বিয়ে, তা সংঘঠিত হয় 'আকদ' এর মাধ্যমে, আর এটাই বিয়ের শর্ত, চাই এলান পাওয়া যাক, অথবা না পাওয়া যাক। (প্রচলিত নিয়মানুসারে) যদিও বিয়ের জন্য এলান দাবী রাখে।

অতঃপর এই 'খেলাফতের এলান' যদি পরবর্তী বায়আত হয় ফিকহী হুকুম পক্ষে হলেও তা খেলাফতের বিরুদ্ধে যাবে.....

খেলাফতের পক্ষে হত, যদি এই 'খেলাফতের এলান'টা যদি প্রথম বায়আত প্রাপ্ত প্রথম আমীরের পক্ষ হতে হত অথবা আমীরদের মধ্যে প্রথম বায়আত প্রাপ্ত কেউ হত.....

খেলাফতের বিরুদ্ধে যাবে যদি খেলাফতের এলানদাতা প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত আমীর না হয়, বরং 'এ খেলাফতের এলান'ই বৈধ নয় যদি প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত না হয়

যেমন রাসূল সা. বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَكُفُّوا " . قَالَُوا " هَذَا مَا مَرُّنَا قَالُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلِ وَأَعْظَمُهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ .

প্রথম বায়আতধারীর আনুগত্য কর তারপর প্রথম...-মুসলিম

বায়আতে বিজিত ব্যক্তির খেলাফতের এলান জায়েজ নয়, কেননা খেলাফতের পদ শূন্য নয়। বর্তমানে এটা এমন বিষয়, যেন বিবাহিত মেয়েকে বিয়ের ইচ্ছা করা।

ইসলামী খেলাফতের পতনের পর কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী একমাত্র ছহী বায়আতপ্রাপ্ত শরয়ী আমীর হলেন মোল্লা ওমর হাফিজাুল্লাহ। আর ছহী বায়আত অর্থ হল, পূর্বে অন্য কোন আমীর বায়আতপ্রাপ্ত না হওয়া। খেলাফত তার জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। যদিও তিনি খেলাফতের এলান না করেন। কেননা খেলাফত বায়আতের সাথে সম্পৃক্ত। আর যে বায়আত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরকে দেয়া হয়েছে অবিরত কার্যকর থাকবে। কাফেরদের আফগানিস্থানের বিভিন্ন শহরসমূহ অধিকার করার কারণে তার খেলাফত বাধাগ্রস্ত হবে না। কেননা বায়আত বিদ্যমান থাকতে ভূমির কর্তৃত্ব খেলাফতের জন্য শর্ত নয়। কর্তৃত্ব হারানো খেলাফতের জন্য বাধা নয়। উক্ত কারণে অন্যান্য যে ইমারত সমূহ তালেবানের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শরয়ীভাবে তা ইসলামী ইমারত আফগানিস্থান এর তাবে (অনুসারী)। রাসূল সা. এর এ কথার ভিত্তিতে-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَكُفُّوا " . قَالَُوا " هَذَا مَا مَرُّنَا قَالُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلِ وَأَعْظَمُهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ .

প্রথম বায়আতধারীর আনুগত্য কর তারপর প্রথম...।-মুসলিম

সুতরাং যে ব্যক্তি এ খেলাফত ব্যতিত নিজেকে এ বিষয়ের (খেলাফতের) দাবী করল সে নিজে থেকে খেলাফত সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অস্বিকার করল। হ্যা... যদি মুসলিমবিশ্ব ও সমস্ত আমীরগণ মিলে যদি আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এর সাথে পরামর্শ করে। আর তিনি যদি উক্ত বিষয় মেনে নেন যে, খেলাফতের বিষয় তাকে ব্যতিত অন্য কাউকে দিলে তার আপত্তি নাই তবে

তাতে কোন সমস্যা নাই। আর যদি তার পরামর্শ ব্যতিত খেলাফতের উপর আক্রমণ করে বসে তবে তা হবে খেলাফতের সাথে বিদ্রোহ।

"প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একাধিক আমীর হওয়ার ব্যপার শরীয়তে বিদ্যমান আছে" এ কথার দ্বারা পরবর্তী বায়আতপ্রাপ্তদের কারনে প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত আমীরের হক্ক নষ্ট হবে না। যখন একাধিক আমীরের বৈধ প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তখন ইমারতের দায়িত্ব প্রথম বায়আতপ্রাপ্ত আমীরের নিকট ফিরে আসবে, তার অধিকার হরন জায়েজ নয়।

আমরা যে বলি, 'আমীর সমূহের বায়আত', যেমন ইরাক, লিবিয়া ও অন্যান্য ইসলামী দেশ সমূহ। এর অর্থ হল সেখানের বায়আতটা হবে স্বতন্ত্র বায়আত, এ কথার ভিত্তি হল এক পতাকাতলে সকলকে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নয় বিধায় একাধিক আমীর শরীয়ত বৈধতা দিয়েছে। যখন ওজর খতম হয়ে যাবে এবং একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব হবে তখন মূলের দিকে ফিরে আসা ফরযে আইন 'একাধিক আমীর শরীয়তবদ্ধ না হওয়ার কারনে।' আর যখন আমরা সেই মূলের দিকে ফিরব মূলসংশ্লিষ্ট সূত্রের দিকে ফিরতে হবে আর তা হল "প্রথম বায়আতকে আকড়ে ধরা" এখন সম্ভাবনাময় দুটি পথ আমাদের সামনে, যেমন আমি ইতিপূর্বে বলেছি –

হয়তো আমরা বলব, সম্মিলিতভাবে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর না হওয়ার কারণে একাধিক আমীর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে। সেক্ষেত্রে যার যার এলাকায় অধিষ্ঠিত আমীরের বায়আত ওয়াজিব হবে। সেক্ষেত্রে মূল আমীরের বায়আত না হওয়ার কারনে কোন ব্যক্তিকে গোনাহগার বলা জায়েজ হবে না।

অথবা বলব, একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব, তখন একাধিক আমীর বাতিল হয়ে যাবে। তখন ওয়াজিব হবে প্রথম আমীরের বায়আত দেয়া, আর তিনি হলেন আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর হাফিজাহল্লাহ।

কুরাইশী না হবার অভিযোগঃ

অনেকে মোল্লাহ মোহাম্মদ ওমর হাফিজাহল্লা এর উপর অভিযোগ করে যে, তিনি কুরাইশী নন। কুরাইশী হবার মাছআলায় যা আলেমগণ বলেছে, তাঁর ক্ষেত্রে তো তা পাওয়া যাচ্ছে না? তবে বলব যে, এ শর্তটি (কুরাইশী) তালেবানদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়, কেননা ইমারতে ইসলামিয়া তাদের দ্বারাই গঠন হয়েছে। তখন বহুসংখ্যক সমমনারা তাদের নিকট বায়আত হয়েছে ইমামতের শর্তানুযায়ী, তাই এর উপরই বায়আত কার্যকর হয়ে গেছে। আন্যান্য মুসলমানগণ তাদের 'তাবে' (অনুসারী) হয়ে গেছে।

দাওলাউতুল ইসলামীর কিছু ভ্রষ্টতাঃ

যখন দাওলাতুল ইসলামী খেলাফতের এলান করেছে তখন তারা শরয়ী কিছু ভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে সেগুলো হল-

খেলাফাত ঘোষণা করা হয়েছে আবু বকর আল বাগদাদীর নামে, অথচ সে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এর বায়আতের দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি। যদিও আবু বকর আল বাগদাদী মূলত শাইখ জাওয়াহিরীর হাতে বায়আতকৃত, তাই তার জন্য হালাল হবে না বিচ্ছিন্নভাবে খেলাফতকে নিজের জন্য দাবী করা। আর যদি তার গর্দানে কারো বায়আত না থাকে, তবে সে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এর বায়আতের দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাই তার খেলাফতের ব্যপারে নিজের দিকে দাবী করা অনধিকার চর্চা বৈ নয়।

খেলাফতের মাক্সাদ হল কালিমাকে একত্র করা এবং মতপার্থক্য দূর করা। তাই এলানকালে এ মাক্সাদের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য রাখা জরুরী ছিল। কিন্তু আবু বকর আল বাগদাদী (খলিফা হিসেবে) নির্বাচন মুজাহিদ্দীনদের এক বিরোট বিতর্কের ময়দানে এনে দাড় করিয়েছে। একাকীভাবে একগুয়েমীর বশবর্তী হয়ে খেলাফত ঘোষণা করে ফেলেছেন। কার্যকর পরামর্শ যা করতে আল্লাহ (মুমিনদের) আদেশ করেছেন, তা করা হয় নাই। অথচ দ্বিতীয়পক্ষের সাথে পরামর্শের পথ সম্পূর্ণ খোলা ছিল। তাই বাস্তব চিত্র এভাবে ফুটে উঠেছে, যেন তিনি এ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন যে, একটি জামাতকে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা আর একটি জামাতকে লাঞ্চিত করা আর তার সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া।এতে তো মতবিরোধ বাড়বে .. গভীর থেকে গভীরতর হবে। দাওলাতুল ইসলামীর ভাইয়েরা আরো জল ঘোলা করল এভাবে যে, তারা তাড়াহুড়া করে তাদের একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে ফেলল, যদি তাদের নির্বাচনটা হতো তাদের জামাতের বাইরের কোন ব্যক্তি দ্বারা তবে তা হতো বেশী সংগতিপূর্ণ ও এক্যবদ্ধ হতে সহায়ক।

এমনভাবে খেলাফতের এলানের মাধ্যমে দাওলাতুল ইসলামী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, যেন অন্য কোন মুসলিম দেশে শরয়ী ইমারত মওজুদই ছিলনা। তালেবানদের সাথে না কোন পরামর্শ আর না বিবৃতি দিল। কেন? নাকি তাদের শরয়ী ইমারত হিসেবে গন্য করা হয় নাই? আর যদি শরয়ী ইমারত হিসেবে গন্যই করে, তবে কোন দলিলের ভিত্তিতে শরিয়তকে নাকচ করল? আর তাদের অনুসারীদের বলল যে, আমার হাতে বায়আত কর ? আর যদি মাক্সাদ এই হয়ে থাকে যে, প্রচলিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বকে একত্র করা , তবে কেন দাওলা এর সমাধানকল্পে কেন এ ঘোষণা করল না যে, এ

এলান তালেবানদের পক্ষ হতে খেলাফত বিস্তৃতির নিমিত্তে? কোন সে দলিলের
ভিত্তিতে অন্যান্য ইসলামী ইমারতের উপস্থিতিতে "দাওলাতুল ইসলামী" এর
অধিকার (তাদের) দেয়া হবে ?

দাওলাতুল ইসলামীর ভাইয়েরা তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে বড় একটি ভুল করল,
এভাবে পূর্ববর্তী বায়আতকে ভঙ্গ করল আর মুজাহিদ্দীনদের তাদের নেতাদের
অবাধ্য হতে উদ্বুদ্ধ করল। এর মাধ্যমে বিরাট এক ফেতনা সংঘটিত হল।
যেহেতু কেউ তাদের অনুসরণ করেছে আর কেউ তাদের বিরোধিতা করেছে।

একটি সতর্কবার্তা:

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই বায়আত হল দ্বীন যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ
সুবাহানাছ ওয়া তাআলার গোলামী করে থাকি এবং একটি অধিকার ও কঠিন
প্রতিশ্রুতি..... কিন্তু কিছু মুসলমান এ নিয়ে তামাশা করে থাকে তাদের
দেখবেন, এই জামাতের বায়আত দিচ্ছে, তাতে যদি আপনারা পছন্দ না করেন,
তবে তারা আরেক জায়গায় বায়আত দিবে, তাতেও যদি আপনারা সন্তুষ্ট না
হন তবে আরেকটা ধরবে। এভাবে তারা বায়আত আর ভংগের মধ্যে ঘুরপাক
খেতে থাকবে। এভাবে বায়আত তার মর্যাদাকে হারাচ্ছে, তা মানুষের মনে
প্রতিবন্ধকতা অথবা নেতাদের বিরোধিতা অথবা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা
ব্যতীত কিছুই দিতে পারবে না...তাই সাবধান! আল্লাহ সুবাহানাছ ওয়া
তাআলাকে ভয় করুন এবং বায়আতের উপর অটল থাকুন আর দ্বীন নিয়ে
ফ্রিড়া কৌতুক করবেন না।

আবশেষে বলব- এটা কোন রাজনৈতিক বিবৃতি নয় এটা হল শরয়ী হকুমের
আলোচনা। আর আমরা শরিয়তের বিচারে কারো পক্ষাবলম্বন করি না, বরং
তাই বলব যা আমরা ইলম ও বিশ্বাস অর্জন করেছি। যদি আমি সঠিক বলে
থাকি, তবে সেটা আল্লাহ তাআলার তাওফিকে হয়েছে, আর যদি ভুল হয়ে থাকে
তবে তা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে, আল্লাহ ও তার
রাসূল এ থেকে মুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

শাইখ আবু মুনযির আশ শানকীতী (হাঃ)

১৫-০৮-২০১৪